ইত্তেফাক

২০৪

১২৪

৩০।১।৮২

স্কুল পাঠ্য পুস্তকের অভাবে—

দেশের বিভিন্ন স্থানে স্কুল পাঠ্য বইয়ের অভাবে অভিভাবক মহল উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন।

ঝিনাইদহ হইতে ইত্তেফাকের নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, থানা সদরে অবস্থিত ডাকঘরে ১ম ও ২য় শ্রেণীর স্বল্পসংখ্যক বই আসিলেও অন্য কোন পাঠ্যবই অদ্যাবধি আসিয়া পৌঁছে নাই, শৈলকুপা ডাকঘরে ১ম ও ২য় শ্রেণীর যে কয়টি বই আসিয়াছিল প্রথম ধাক্কাতেই তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে। ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকের জন্য অভিভাবক মহল দৌড়াদৌড়ি করিয়াও কিছু করিতে পারিতেছেন না। এদিকে স্থানীয় কয়েকজন ব্যবসায়ী ঢাকা

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

পাঠ্য পুস্তকের অভাবে

(১ম পৃঃ পর)

হইতে কালোবাজারে পাঠ্য পুস্তক কিনিয়া আনিয়া নোট বইসহ চড়া দামে বিক্রয় করিয়া মুনাফা লুটিতেছে।

চাঁপাইনওয়াবগঞ্জ হইতে ইত্তেফাকের নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, একজন পোষ্ট মাষ্টার ও একজন কেরানী ছাড়া শিবগঞ্জ ডাকঘরের অন্য কোন কর্মচারী নাই। ফলে ডাক ঘরের স্বাভাবিক কাজ-কর্ম ও বই বিক্রয়ের কাজ একই সঙ্গে চালানো দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। এদিকে বই সংগ্রহের জন্য দূর দূরান্ত হইতে আগত অভিভাবকরা বই না পাইয়া বিফল মনোরথ হইতেছেন। অপরদিকে এক শ্রেণীর প্রধান শিক্ষকের সহায়তায় মিথ্যা পরিচয়ে কালোবাজারীরা পুস্তক উঠাইয়া নিয়া চড়া দামে বিক্রয় করিতেছে। ইহাছাড়া, বর্তমান ব্যবস্থায় যে কোন ডাকঘর হইতে বই সংগ্রহের সুযোগে পুস্তক ব্যবসায়ীরা বেশ মুনাফা লুটিতেছে।

সন্দ্বীপ হইতে ইত্তেফাকের নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, সন্দ্বীপ ডাকঘর হইতে বই সংগ্রহের জন্য আগত ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের সামলাইবার জন্য পুলিশ মোতায়েন করা হইয়াছে। এদিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়াইয়াও বই পাওয়া যায় না বলিয়া অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে। অপরদিকে ডাকঘরে কর্মচারীর অভাব থাকায় স্বাভাবিক কাজকর্ম এবং বিক্রয় বিলম্বিত ও বিঘ্নিত হইতেছে।